তাং... 20 MAY 1991
পৃষ্ঠা... ৬ ... কলাম ... ৫

(১০

30

দৈনিক খবর

তদন্ত কমিটি গঠনে গড়িমসিঃ

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে পদোন্নতি ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

কুমিল্লা, ১৯শে মে (সংবাদদাতা)।– কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কর্মচারী কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদানে চরম স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রকাশ, বোর্ড কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ৬ জন হেডক্লার্ককে পদোন্নতি প্রদান করে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করেন। পদোন্নতি প্রাপ্তে এ ৬ জনের মধ্যে ৪ জনই এসএসসি পাস। পদোন্নতি পাবার সুবাদে এ ৪ জন এসএসসি পাস কর্মকর্তা এইচএসসি'র সনদপত্র ও মার্কশীটে স্বাক্ষর করতে পারবেন। শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী এক অফিস আদেশে (নং ৪৮/৯১) এ ৬ জন হেডক্লার্ককে পদোন্নতি প্রদান করেন বলে জানা যায়।

জানা যায়, রেজিস্ট্রেশন বিভাগের হেডক্লার্ক মোঃ সামুল করিম মজুমদার (এসএসসি)। প্রশাসনিক অফিসার, মাধ্যমিক শাখা-১ এর হেডক্লার্ক ফজলুর রহমান ভূইয়া (বিএ) সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হেডক্লার্ক এ বি এম শামসুল হুদা চৌধুরী, (এসএসসি) সহকারী হিসেবে রক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক- শাখা-২-এর হেডক্লার্ক মাহামুদুর রহমান (বিএ) সহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। গোপনীয় শাখার হেডক্লার্ক মোঃ আয়েত আলী ও (এসএসসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক-১-এর হেডক্লার্ক মোঃ আব্দুল মজিদ (এসএসসি) পদোন্নতি পেয়ে হয়েছেন সহ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

চলতি সালের ১লা মার্চ থেকে কার্যকর এসব পদোন্নতির অফিস আদেশের মন্তব্যে বলা হয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনায় শিক্ষাগত যোগ্যতা চেয়ারম্যান মহোদয়ের সুপারিশক্রমে বোর্ড কর্তৃক শিথিল করা হয়েছে। এদিকে বোর্ডের সিনিয়র কর্মকর্তাদেরকে পদোন্নতি না দেয়া এবং পদোন্নতিতে চরম অনিয়ম ও স্বজন প্রীতি করায় কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৯-৩-৯১ ইং তারিখে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এসব অবৈধ পদোন্নতি এবং চরম অনিয়ম সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য এক আদেশ জারি করেন। যার স্মারক নং শাঃ ৪-৯-১-৯১-৯২ তারিখ ১৯-৩-৯১ ইং। কিন্তু আজ পর্যন্ত তদন্ত কমিটি গঠিত হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

যত দুর্নীতি তত পদোন্নতি

বোর্ডে গোপনীয় শাখার এক সময়ের

৫-এর পাতায় দেখুন

কুমিল্লা বোর্ডে পদোন্নতি

৬ এর পাতার পর

প্রধান সহকারী জিয়াউল হাসান ২টি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হন। বোর্ডের তদন্ত কমিটি এসব দুর্নীতির সাথে জিয়াউর হাসান জড়িতে বলে রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে প্রথমে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত করে। জিয়াউল হাসান গোপনীয় শাখার প্রধান সহকারী থাকাকালে তাকে ১৯৭৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিজ কন্যাকে ১৭ নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার দায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রশাসনিক শাখায় বদলি করা হয়। কিন্তু এরপর তিনি পদোন্নতি লাভ করে প্রথমে সহকরী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হন। বর্তমানে তিনি এ পদে কর্মরত আছেন। জিয়াউল হাসান ১৯৬২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে মোঃ জিতু মিয়া নামে শিক্ষাবোর্ডের নিম্নমান সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। পরবীতে সে এম জিয়াউল হাসান নামে আবির্ভূত হন।

১৯৮৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা বন্টনে অনিয়ম ও কেলেংকারি ঘটলে "দৈনিক খবর" পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি সংবাদ ছাপা হলে বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান এ সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ অনিয়মের জন্য জিয়াউল হাসানকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তদন্ত রিপোর্ট পর্যন্তই শেষ। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ অনিয়মের ঘটনায় চৌমুহনী কেন্দ্রের ইংরেজী প্রথম পত্রের খাতা চৌমুহনীর বিভিন্ন পরীক্ষককে দেয়া হয়েছিল। জনগণের জিজ্ঞাসা বহু অপকর্মের হোতা জিয়াউল হাসান পদোন্নতি কিভাবে পান এবং বোর্ডের সিনিয়র লোকদের বাদ দিয়ে জুনিয়ার লোকদের পদোন্নতি কিভাবে হয় সে বিষয়ের প্রতি সরকারী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আশু নজর দিলে সত্য উদঘাটিত হতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।